গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বীমা অধিশাখা
www.fid.gov.bd

নম্বর-৫৩.০০.০০০০.৪১১.১৪.০০২.১৭-৫৩১

তারিখ : ১৬ কার্তিক ১৪২৫ / ৩১ অক্টোবর ২০১৮

বিষয় : জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবে 'জাতীয় সামাজিক বীমা স্কীম' বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের Action Plan ভূক্ত 'জাতীয় সামাজিক বীমা স্কীম' বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ০২ (দুই) পাতা।

(মোঃ সাঈদ কুতুব)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৮৪৯৬৬

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১। সচিবের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
যুগ্মসচিব (প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়)
উপসচিব (নিকার ও উন্নয়ন সমন্বয়)
উপসচিব (উন্নয়ন সমন্বয়)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
ডাইরি নম্বর:
তারিখ:
স্বাক্ষর:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বীমা অধিশাখা

বিষয় : জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবে 'জাতীয় সামাজিক বীমা স্কীম' বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

সামাজিক নিরপত্তা বেস্টনীর কর্মসূচিসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হলো জাতীয় সামাজিক বীমা স্কীম বাস্তবায়ন। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের Action Plan টি নিম্নরূপ :

No	Objectives	Activities	Performance Indicators	Time Frame
1.	Introduce National Social Insurance System (NSIS)	Conduct a study on NSIS	Study report submitted to Cabinet Division	June 2018
		Introduce NSIS on pilot basis	Pilot programs initiated	January 2019
		Formulate NSIS law	The law approved in the parliament	January 2020
		Roll out NSIS nationwide	NSIS rolled out	January 2021

এ বিভাগের Action Plan এর Key Actions হলো "Conduct a study on deciding a suitable format of National Social Insurance System (NSIS) and implement it after pilot testing."

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় অনুবিভাগ ০২ জুন ২০১৬ তারিখের একটি পরিপত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরপত্তা বেস্টনীর কর্মসূচিসমূহের কর্মকান্ডের অভিন্নতা বা ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সমন্বয়ে পাঁচটি 'বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি ক্লাস্টার' গঠন করেছে। এই পাঁচটি ক্লাস্টারের মধ্যে একটি হলো 'সামাজিক বীমা ক্লাস্টার'। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এই সামাজিক বীমা ক্লাস্টারের সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ। এ বিভাগের অ্যাকশন প্লানের ১ নং উদ্দেশ্য হলো 'জাতীয় সামাজিক বীমা স্কীম চালু করা'। অপর দিকে সামাজিক বীমা ক্লাস্টারের অধীন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অ্যাকশন প্লানের ১ নং উদ্দেশ্য হলো 'বেকারত্ব বীমা স্কীম চালু করা'।

৩। এ দু'টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বর্নিত বীমা স্কীম বাস্তবায়নের কার্যক্রমের মধ্যে তিনটি কার্যক্রম প্রায় একই রকমের, যথা- (ক) একটি স্ট্যাডি করা; (খ) পাইলট বেসিসে বীমা স্কীম চালু করা; এবং (গ) দেশব্যাপী বীমা স্কীম চালুকরণ। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের চতুর্থ অংশে সামাজিক বীমার দ্বিতীয় স্তরে "জাতীয় সামাজিক বীমা স্কিম" সম্পর্কে যে ধারনা দেয়া হয়েছে, তাতে মালিক ও কর্মী উভয়পক্ষের অংশগ্রহণের (নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদান) মাধ্যমে জাতীয় সামাজিক বীমা তহবিল গঠন করতে হবে। এ তহবিল থেকে পেনশন প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রেও (প্রতিবন্ধিতা, অসুস্থতা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনা/জখম, বেকারত্ব ও মাতৃত্ব) সুবিধা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদেরকে এ বীমার অন্তর্ভূক্ত করা এবং পর্যায়ক্রমে অনানুষ্ঠানিক খাতেও এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের অ্যাকশন প্লানে বর্ণিত বীমা স্কীমের কর্মক্ষেত্র হলো আনুষ্ঠানিক শিল্প খাত। এজন্য কর্মক্ষেত্রে সামাজিক বীমা স্কীম বাস্তবায়নের কাজ করতে গেলে উভয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। উভয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের এ্যাকশন প্লানে বর্ণিত তিনটি কার্যক্রম, অর্থাৎ - (ক) একটি স্ট্যাডি করা; (খ) পাইলট বেসিসে বীমা স্কীম চালু করা; এবং (গ) দেশব্যাপী বীমা স্কীম চালুকরণ কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কিভাবে

করবে তা সমন্বয়ের জন্য গত ১১/০৬/২০১৮ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের উপস্থিতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রথম তিনটি সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ:

"(ক) যেহেতু উল্লিখিত বীমা স্কীমের সুবিধাভোগীরা অনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক যারা সরাসরি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন, সেহেতু স্ট্যাডি কাজ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। তবে এই স্ট্যাডি কাজে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা করবে।

(খ) স্ট্যাডির মাধ্যমে কি ধরণের তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে একটি ধারণাপত্র বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করবে।

(গ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় স্ট্যাডি কাজের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের নিয়ে প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক ইনসেপশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করবে। প্রথম ওয়ার্কশপ ৩১ আগস্ট ২০১৮ তারিখের মধ্যে আয়োজনের পরামর্শ প্রদান করা হয়। এই ওয়ার্কশপের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন স্যোসাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম হতে করা যেতে পারে।"

৪। উল্লিখিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে একটি স্ট্যাডি আয়োজনের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ একটি ধারনাপত্র শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। পরবর্তিতে ধারনাপত্রের উপর আলোচনার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন স্যোসাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সকল সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য স্ট্যাডির কার্যপরিধি নির্ধারণের বিষয়ে গত ২৩/১০/২০১৮ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন স্যোসাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় আইডিআরএ কর্তৃক প্রদত্ত ধারনাপত্রের উপর ভিত্তি করে একটি পেপার উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থাপিত পেপারের উপর আলোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। ওয়ার্কশপের আলোচনা ও প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

(ক) স্ট্যাডির জন্য একটি Terms of Reference (TOR) প্রস্তুত করা;

(খ) স্ট্যাডির জন্য প্রয়োজনীয় Sample Area নির্ধারণ করা;

(গ) স্ট্যাডির জন্য একটি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা; এবং

(ঘ) স্ট্যাডি সম্পন্ন করে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা।

মোঃ সাঈদ কুতুব
উপসচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়